সূরা আল্ গাশিয়া-৮৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরাটির মতই নবুওয়তের প্রথমদিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষী হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও হযরত ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ) এর এটাই অভিমত। প্রসিদ্ধ জার্মান প্রাচ্যবিদ্ নলডিকি বলেন, এটি নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরা ও পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সময়কার এবং এগুলো শেষ যুগের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন চিত্রিত করেছে। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) এটিকে জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযে তিলাওয়াত করতেন। পূর্ববর্তী সূরার কয়েকটিতে এ কথাই বলা হয়েছে, কেবল জাগতিক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের ব্যবহার দ্বারাই ইসলাম জয়যুক্ত ও উন্নত হতে পারবে না। যখন মুসলমানদের অধঃপতন হবে এবং তাদের ধর্মীয় দৈন্যদশা এমন হবে যেন কুরআন আকাশে উঠে গেছে তখন একজন ঐশী সংস্কারক আগমন করবেন যিনি কুরআনকে ফিরিয়ে আনবেন এবং এর শিক্ষা, আদর্শ ও নীতিমালাকে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ কথাও সুরাগুলোতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শতাব্দীতে নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আগমন হবে, যাঁরা ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে ও প্রচার করতে মনে-প্রাণে চেষ্টা করে যাবেন। আরো বলা হয়েছে, অন্যান্য অজানা পরিস্থিতিরও উদ্ভব হবে, যা ইসলামের উন্নতিতে সহায়ক হবে।

এ সূরাতে বলা হয়েছে, মুসলমানদেরকে ভীষণ বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হবে। এ অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের মহা দুর্দিনে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই মুসলমানদের সুদিন ও কৃতকার্যতা আসবে। যদিও সূরাটি প্রধানত মুসলমানদের ইহজাগতিক ভাগ্য পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছে, তথাপি এতে মহাপ্রলয়ের দিনের কথাও যে রয়েছে তা এ সূরার নামকরণ থেকেই বুঝা যায় 'হিসাব-নিকাশের দিন'। তা এ জগতেই হোক আর পরজগতেই হোক, এমন একটি দিন যখন মাপের পাল্লা টানানো হয় তখন কিছু লোক অপমান ও ঘৃণার পাত্র হওয়ায় মাথা হেঁট করে থাকে, আর অন্যেরা তাদের সৎকর্মের ও পরিশ্রমের ফল লাভ করে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ গাশিয়া-৮৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ②

২। তোমার কাছে কি চেতনাআচ্ছন্নকারী (মহাবিপদের) [খ]বৃত্তান্ত পৌঁছেছে[৩৩২৭]?

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ③

৩। সেদিন অনেক [গ]চেহারা হবে ভীতসন্ত্রস্ত,★

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ④

৪। (অর্থাৎ যারা পার্থিবসম্পদ অর্জনে) কঠোর পরিশ্রমী ও ক্লান্তশ্রান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ⑤

৫। তারা জ্বলন্ত [ঘ]আগুনে ঢুকবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑥

৬। এক ফুটন্ত [ঙ]ঝরণার (পানি) থেকে তাদের পান করানো হবে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑦

৭। ফনিমনসা জাতীয় খাবার ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন খাবার থাকবে না,

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ⑧

৮। যা মোটাতাজা করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑨

৯। সেদিন অনেক [চ]চেহারা হবে সজীবসতেজ

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑩

১০। যারা নিজেদের চেষ্টাসাধনায় খুব সন্তুষ্ট[৩৩২৮]।

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪

১১। (তারা) এক [ছ]উঁচু জান্নাতে (থাকবে),

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⑫

১২। যেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑬

১৩। সেখানে থাকবে এক বহমান ঝরণা[৩৩২৯],

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ⑭

১৪। সেখানে থাকবে উঁচু করে পেতে রাখা আসনসমূহ

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১২ঃ১০৮ গ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮০ঃ৪১-৪২ ঘ. ৮৭ঃ১৩; ১০১ঃ১২ ঙ. ৫৫ঃ৪৫ চ. ৭৫ঃ২৩ ছ. ৬৯ঃ২৩।

৩৩২৭। (ক) বিচার-দিবস অথবা মহাসংকট কাল, (খ) নবী করীম (সাঃ) এর সময় সাত বৎসর ব্যাপী যে মহাদুর্ভিক্ষ মক্কাকে পীড়িত করে রেখেছিল তাকেও কুরআনে গাশিয়া বলা হয়েছে (৪৪ঃ১১-১২)।

★['খাশিয়াহ্' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত (তাজুল উরূস)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২৮। মুসলমানরা ইসলামের খাতিরে যতবেশী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী করবে, এর পুরস্কার পেয়ে তারা তত বেশি সন্তুষ্টি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

৩৩২৯। প্রবহমান ঝর্ণার মত তাদের মানব-হিতৈষণা ও কল্যাণ-ধারা অবিরাম বইতে থাকবে।

১৫। [ক]আর সাজানো পানপাত্র — وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٥﴾

১৬। এবং সারি সারি তাকিয়া — وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٦﴾

১৭। এবং বিছানো সব গালিচা (সেখানে থাকবে)। — وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٧﴾

১৮। তারা কি উটের[৩৩৩০] দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? — اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٨﴾

১৯। [খ]আর (তারা কি) আকাশের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে একে উন্নীত করা হয়েছে? — وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٩﴾

★ ২০। [গ]আর (তারা কি) পাহাড়পর্বতের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে তা দৃঢ়ভাবে গেড়ে দেয়া হয়েছে? — وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢٠﴾

২১। [ঘ]আর (তারা কি) ভূপৃষ্ঠের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে একে সমতল করে দেয়া হয়েছে[৩৩৩১]? — وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢١﴾

২২। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। তুমি যে কেবল একজন উপদেশদাতা। — فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢٢﴾

★ ২৩। [ঙ]তুমি তাদের জন্য দারোগা নও। — لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٣﴾

২৪। তবে যে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং অস্বীকার করে — اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ﴿٢٤﴾

২৫। সেক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্ সবচেয়ে বড় আযাব দিবেন। — فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٥﴾

২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। — اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

অর্ধাংশ ১ [২৭] ২৭। এরপর তাদের হিসাবনিকাশ নেয়ার দায়িত্ব থাকবে ১৩ নিশ্চয় আমাদের ওপর। — ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٧﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ৭২ খ. ১৩ঃ৩; ৫৫ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৫০ঃ৮; ৭৯ঃ৩১ ঙ. ৬ঃ১০৮; ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭।

৩৩৩০। উট যেমন এদের অগ্রগামী উটের পেছনে সারিবদ্ধভাবে সোজা পথে চলতে থাকে, মু'মিনরাও তেমনি তাদের ইমামের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে সঠিক পথে চলে। অথবা উট যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমিতে পানি ছাড়াই কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন চলে, মু'মিনরাও তেমনি অতি দুঃখ-কষ্টে পড়েও অসীম ধৈর্য সহকারে বিনা অভিযোগে নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে অব্যাহত রাখে। 'ইবিল' শব্দের অন্য অর্থ মেঘরাশি। অতএব আয়াতটির অন্য তাৎপর্য হলো ঃ কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা পানি বর্ষণকারী মেঘ-সদৃশ, তা আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন।

৩৩৩১। আঠারো থেকে একুশ পর্যন্ত চারটি আয়াত মুসলমানদেরকে চারটি বিষয় শিখাতে চায় ঃ (১) মেঘমালার মত উদার ও দানশীল হও, (২) আকাশের মত উচ্চমনা হও, (৩) পর্বতের ন্যায় দৃঢ়-চেতা হও, আর (৪) মাটির মত সহিষ্ণু ও বিনম্র হও।

(এ সূরার ২৭নং আয়াত পাঠের পর 'আল্লাহুম্মা হাসিবনা হিসাবাই ইয়াসীরা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাদের নিকট থেকে সহজ করে হিসাব গ্রহণ কর, দোয়া পড়তে হয়।])